সম্মিলিত নাগরিক আন্দোলন

৫৯ কাজী নজরুল ইসলাম এভেনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা।

ঢাকা
২৭ অক্টোবর, ২০০৬

মহামান্য রাষ্ট্রপতি
অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সংবিধান মোতাবেক সকল দলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের আহ্বান।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

আপনি নিশ্চয় উপলব্ধি করেছেন যে, দেশ আজ এক গভীর রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। আগামীকাল ২৮ অক্টোবর, ২০০৬ বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষে সংবিধান অনুযায়ী গঠিত হবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বর্তমান সরকার বিএনপি'র সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্বাচিত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে সংকট সৃষ্টি করেছে। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট এবং অপরাপর রাজনৈতিক দলসমূহ কোন অবস্থাতেই চার দলের পছন্দের লোক বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে মেনে নেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। সংকটের সমাধান করে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপি'র মহাসচিব জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল জলিলের মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় দেশবাসী স্বস্তিবোধ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারী দলের একগুঁয়েমীর কারণে সংলাপ ভেস্তে যায়। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে কোন অবস্থাতেই বিচারপতি কে এম হাসানকে পরিবর্তন করতে রাজী নয়।

এই প্রেক্ষিতে দেশে এক গভীর রাজনৈতিক সংকট এবং নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের অভিভাবক এবং দেশের একজন সংবেদনশীল শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনার সাহসী ও বিচক্ষণ ভূমিকা দেশবাসী প্রত্যাশা করে। আমরা সর্বস্তরের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে দেশকে অরাজকতা এবং সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে রক্ষার জন্য বিতর্কিত বিচারপতি কে এম হাসানের পরিবর্তে সকল দলের নিকট গ্রহণযোগ্য সংবিধান মোতাবেক একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই। আপনার প্রাজ্ঞ, সৎ, নিরপেক্ষ ও রাষ্ট্রনায়োকচিত ভূমিকা জাতিকে এ মহাসংকট থেকে রক্ষা করতে পারে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ধন্যবাদান্তে,

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)